দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সমস্যাপীড়িত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সাড়ে ৩ দশকের বিভিন্ন সমস্যা পুঞ্জিভূত হইয়া বর্তমানে উহা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। একটি সমস্যার সমাধান করিলে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সেশন জট : বর্তমানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করিতে ৬/৭ বছর লাগে। প্রতি সেশনে ১২ মাসের স্থলে ১৮/২৪ মাস লাগে। কৃষি অনুষদেই সেশনজট বেশী। এখানে ক্লাস শেষ করিয়া ফাইনাল পরীক্ষার অপেক্ষায় ২-৭ মাস বসিয়া থাকিতে হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে ৩ মাসের পর মাস বসিয়া থাকিতে হয় নূতন বর্ষের ক্লাস শুরুর অপেক্ষায়। কোন কোন বিভাগে ১৯০০ সনের

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

সমস্যাপীড়িত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

এমএসসি পরীক্ষা আজ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। মাষ্টার্সে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করিলেও কোন কোন বিভাগে নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে ৪/৫ মাস সময় বেশী লাগে। সেশনজটের অন্যতম কারণ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের গাফিলতি এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা।

পরিবহন সমস্যা : গত ২/৩ যুগ যাবৎ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস বহিরাগতদের হাতে জিম্মি হইয়া আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত পরিবহন ফি দেওয়া সত্ত্বেও বহিরাগতদের ভিড়ের চাপে বাসের সুযোগ-সুবিধা খুব কমই পায়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মোট ২০টি বাস আছে।

নিম্নমানের খাবার : আবাসিক হলসমূহের খাবার খুবই নিম্নমানের। এক কেজি গোশত ৩৫/৪০ জন, এক কেজি ডাল ২ শতজনকে পরিবেশন করা হয়। দুই বেলা মিল চার্জ ১৫/১৬ টাকা। ক্যান্টিনে সকাল-বিকালের নাস্তার মানও খুবই নিম্ন। কিছুসংখ্যক ছাত্র সব সময় বাকী ও ফ্রি খায়। কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ৭দিন পর এবং বন্ধ হওয়ার ৭দিন আগেই ডাইনিং বন্ধ হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ায় খুব অসুবিধা হয়। ক্যাম্পাসে অবস্থিত ৫টি হোটেলেও খাবারের মান নিম্ন ও অপরিষ্কার।

চিকিৎসা সমস্যা : জনাকীর্ণ একতলা একটি ভবনে হেলথ সেন্টারের কাজ চলিতেছে। এখানে রক্ত, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করার উন্নত যন্ত্রপাতি নাই। ইদানীং ঔষধের মান উন্নত করা হইয়াছে। এখানে মোট নয়জন ডাক্তার আছেন। ডাক্তাররা রোগীদের গুরুত্ব সহকারে দেখেন না বলিয়া সব সময় অভিযোগ পাওয়া যায়। হেলথ সেন্টার সংলগ্ন আইসোলেশন কেন্দ্রটি অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। এখানে জলবসন্তের রোগীদের থাকিতে হয় খুব কষ্টে।

পরীক্ষা কার্যক্রমে বিলম্ব : সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে পরীক্ষা শুরু হইলে শেষ হইতে চায় না। ক্লাস শুরুর ৩ মাস পর পর পিরিওডিক্যাল পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকিলেও ৬/৭ মাস পর পর হয়। ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হইলে শেষ হইবে কবে বলা মুশকিল। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশেও বিলম্ব হয়।

সীট সমস্যা : ছাত্রদের ৮টি আবাসিক হলে সীট সমস্যা তেমন নাই। নূতন আরেকটি হলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইলে অতিরিক্ত সীট থাকিবে অন্ততঃ ৪ শত। ছাত্রীদের একমাত্র আবাসিক হলটিতে সীট সমস্যা প্রকট। সীটের অভাবে তাহারা টিভিরুম, ডাইনিং রুম, কমনরুমে থাকে।

সার্টিফিকেট সংক্রান্ত জটিলতা : অনার্স, এবং 'নন-অনার্স' সার্টিফিকেট সংক্রান্ত জটিলতার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী আগ্রাহ্য করিয়া কর্তৃপক্ষ গত সমাবর্তনে 'নন-অনার্স সার্টিফিকেট দিয়াছে। কিন্তু চাকুরির ক্ষেত্রে এই 'নন-অনার্স'-এর সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয় না।

অনুষদসমূহে সমস্যা : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ৪২টি বিভাগেই কম-বেশী বিভিন্ন সমস্যা রহিয়াছে। কোন কোন বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক বিদেশে থাকায় শিক্ষক সংকট দেখা দিয়াছে। এগ্রোফরেষ্ট্রী বিভাগে উপযুক্ত শিক্ষক, গবেষণাগার, গবেষণার ম্যাটেরিয়াল, পিয়ন ইত্যাদি না থাকায় গত তিন বছর যাবৎ শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। কয়েকটি বিভাগের পুরাতন মাইক্রোসকোপ দিয়া মোটেও ব্যবহারিক ক্লাস ও পরীক্ষা দেওয়া যায় না। কোন কোন বিভাগে ব্যবহারিক ক্লাসের পরীক্ষায় বস্তুর অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে না। কোন কোন বিভাগে ক্যামিক্যাল পুরাতন থাকায় ব্যবহারিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা হয়।

আবাসিক হলে সমস্যা : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি আবাসিক হল নানা সমস্যায় জর্জরিত। গার্ডরা নিয়মিত ডিউটি না করায় চুরি হয়। বাথরুম, টয়লেট, করিডোর প্রায়ই অপরিষ্কার থাকে। প্রভোষ্ট ও হাউস টিউটর হলে নিয়মিত আসেন না।

রেল ষ্টেশন অকার্যকর : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশনটি গত ১৫ বছর যাবৎ অকার্যকর রহিয়াছে। এখানে আন্তঃনগর ট্রেন থামে না। টিকিটের ব্যবস্থা নাই। দুইমাস পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই রেল ষ্টেশনটি আপগ্রেড করার আশ্বাস দিয়াছেন।

শিক্ষকদের আবাসিক সংকট : শিক্ষকদের আবাসিক সংকট প্রকট। বর্তমানে মোট ৪০৪ জন শিক্ষক আছেন। কিন্তু এক শতাধিক শিক্ষকেরই আবাসিক ব্যবস্থা নাই। ফলে তাহারা শহরে, ক্যাম্পাসের আশে পাশে বাসা ভাড়া করিয়া এবং টিএসসিতে থাকেন।

অতিরিক্ত গ্যাস বিল আদায় : গত ৪ বছর যাবৎ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ মাসে ১২ টাকা হারে অতিরিক্ত গ্যাস বিল আদায় করিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই অতিরিক্ত গ্যাস বিল প্রত্যাহারের দাবীতে দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করিতেছে।

আর্থিক বৈষম্য : এখানে মোট বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগ টাকা ব্যয় হয় শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে। মাত্র শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষা ও গবেষণা খাতে ব্যয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই ব্যাপারে বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে নাই।

একাডেমিক জটিলতা : গত দুই বছর যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা আগে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে। আবেদন গ্রহণ না করিলে আন্দোলন করে। তবুও পরীক্ষা আগে নেওয়া হয় না। এই রকম বেশী দেখা যায় কৃষি অনুষদে।

অফিস সময়ে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রায়ই অফিসে পাওয়া যায় না।